বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

আলো

এপ্রিল-জুন ২০১৫ • সংখ্যা-১ • বর্ষ-১

BURO
Bangladesh

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র
এপ্রিল-জুন ২০১৫ • সংখ্যা-১ • বর্ষ-১

সম্পাদকীয়

‘প্রত্যয়’ এর যাত্রা হলো শুরু

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ‘প্রত্যয়’ প্রকাশিত হলো। বুরো বাংলাদেশের ত্রৈ-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র হিসাবে ‘প্রত্যয়’ এর প্রকাশ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল। বুরো বাংলাদেশের সকল সদস্য এবং সকল স্তরের কর্মীদের সাফল্যগাঁথা, সৃজনশীলতা, নারী পুরুষের ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণমূলক সামাজিক কর্মকান্ড, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন তথ্যাদি তুলে ধরার প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ‘প্রত্যয়’ এর। পাশাপাশি সংস্থার বিভিন্ন কর্মকান্ডের খবরাখবর, পরিবর্তন, অগ্রগতি, নির্দেশনা, নিয়োগ, প্রশিক্ষণের তথ্যসহ নানাবিধ বিষয় ‘প্রত্যয়’এ অন্তর্ভুক্ত হবে। মূলতঃ প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক অংগীকারের অংশ হিসাবে বুরো বাংলাদেশ ‘প্রত্যয়’ প্রকাশ করেছে। একে সমৃদ্ধ করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুরোর সকল কর্মী ভাইবোনের নিকট থেকে নিয়মিতভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ লেখা, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা,গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

‘প্রত্যয়’ এর যাত্রা শুভ হোক। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

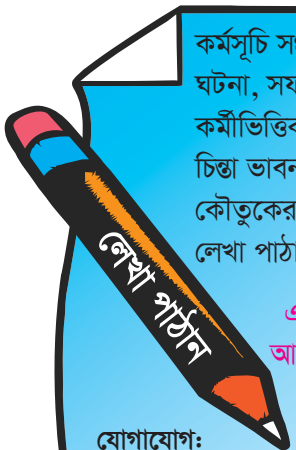

কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা পাঠান।

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ:
নার্গিস মোর্শেদ, *উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক মনিটরিং ও রিপোর্টিং*, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

নির্বাহী পরিচালকের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারী সংস্থা সমূহের পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশের মত বেসরকারী অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র নিরসন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ব্যাপক সম্পৃক্ততা রয়েছে। সাথে রয়েছে বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক উন্নয়ন কর্মীর সুশৃংখল এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা।

বুরো বাংলাদেশ প্রায় ছয় হাজার মেধাবী ও পরিশ্রমী কর্মী নিয়ে গত পঁচিশ বছর ধরে দেশের উন্নয়নে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। এসকল কর্মী ভাইবোনের যেমন রয়েছে কর্মদক্ষতা তেমনি রয়েছে সৃজনশীলতা। তাদের নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে একটি অভ্যন্তরীণ প্রকাশনার কথা অনেকদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। এছাড়া জনমানুষের সাফল্যগাঁথা, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং দরিদ্র নারী পুরুষের ক্ষমতায়নের তথ্য অন্যদের কাছে তুলে ধরাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ।

এসব কিছু বিবেচনা করে “প্রত্যয়” প্রকাশিত হচ্ছে। এটি বুরো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুখপত্র হিসাবে প্রতি তিনমাস পরপর প্রকাশিত হবে। আশা করি “প্রত্যয়” সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। কর্মী ভাইবোনের নিয়মিত তথ্য বহুল লেখা এবং পরামর্শ ভবিষ্যতে “প্রত্যয়” কে আরও সমৃদ্ধ করবে। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদসহ -

জাকির হোসেন
নির্বাহী পরিচালক

জীবনের জন্য পানি

আমরা জানি কি আমরা সবাই পানি থেকে সৃষ্ট প্রাণী। আমাদের দেহের প্রায় ৬০ ভাগ, মস্তিস্কের ৭০ ভাগ, রক্তের ৮০ ভাগই পানি। আমরা খাবার না খেয়ে এক মাস বেঁচে থাকতে পারলেও পানি ছাড়া এক সপ্তাহের বেশি কোনভাবেই বেঁচে থাকতে পারি না। আমাদের পৃথিবীর চারভাগের ৩ ভাগ পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলেও সমস্ত পানির মাত্র ৩ শতাংশ স্বাদু বা সুপেয় পানি। আর স্বাদু পানির মাত্র ১ শতাংশের কম পানিতে মানুষের ব্যবহারের প্রবেশাধিকার আছে। ১ শতাংশ পানির মধ্যে সারা পৃথিবীর মানুষ মাত্র ০.০০৭ শতাংশ পানি পানের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। পানির অভাবের কারণে সারা পৃথিবীতে প্রতি ৩ জনের ১ জন পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা ভোগ করতে পারে না। প্রতি ৫ জনের ১ জন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে পারে না। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে ১ জন শিশু মারা যায়। অথচ আমরা পানি ব্যবহারে কেউ মিতব্যয়ী হই না, পানিকে রক্ষা করার জন্য বা বাঁচানোর জন্য কাজ করি না। আমরা ভেবেও দেখি না ১বার পানির টেপ ছেড়ে দাঁত ব্রাশ করলে প্রায় ১৫ লিটার, ১ বার কমোড ফ্লাশ করতে ১২ লিটার এবং ১০ মিনিট শাওয়ার ছেড়ে গোসল করতে প্রায় ১৯০ লিটার পানি খরচ হয়। আমাদের একটু সতর্কতার অভাবে সারাদিন নানা কাজে কত পানি অপচয় করি। এভাবে পানি ব্যবহারে সচেতন না হলে এক সময় কী হতে পারে আমরা কি কল্পনা করতে পারি? আসুন কল্পনার চোখে ২০৭০ সালের কোন এক সময়ে পানি নিয়ে মানুষ কি ভাববে তা জেনে আসি।

বর্তমানে ২০৭০ সাল। আমার বয়স ৫০ কিন্তু আমাকে দেখে ৮৫ বছরের বৃদ্ধ মনে হয়। আমি মারাত্মকভাবে কিডনী রোগে ভুগছি, কারণ বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত পানি পান করতে পারছিনা। আমি খুবই ভীত, বেঁচে থাকার জন্য খুব বেশি সময় আমার হাতে নেই। আমার আশেপাশের এলাকার মধ্যে আমিই সবচেয়ে বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। আমার মনে পড়ে, যখন আমার বয়স ৫ বছর ছিল, এখনকার থেকে সবকিছুই ছিল ভিন্নতর। পার্কে অনেক গাছ ছিল, গ্রামে-গঞ্জের প্রতিটি বাড়িতে নানা ধরণের গাছের বাগান ছিল। আমি যখন গোছল করতাম তখন মনের আনন্দে প্রায় আধ-ঘন্টা ধরে নদীতে ডুব দিয়ে গোসল করতাম। কিন্তু বর্তমানে গোছল করা তো দূরের কথা, পান করার জন্যও পর্যাপ্ত পানি পাই না। গোছলের পরিবর্তে শরীরের ত্বক পরিস্কার করার জন্য খনিজ তৈল মিশ্রিত এক ধরণের তোয়ালে ব্যবহার করি। আগে মহিলাদের কী সুন্দর দীঘল কালো চুল ছিল, কিন্তু এখন পানি ছাড়া মাথা পরিস্কার রাখার জন্য সবাই মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছে। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন আমার বাবা হুস পাইপের মাধ্যমে পানি এনে প্রায় দিনই গাড়ি ধৌত করতেন। কিন্তু একথা আমার ছেলেকে বললে সে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, পানি এভাবে প্রবাহিত হতে পারে। আমি মনে করতে পারি আমাদের ছোট বয়সে পানি বাঁচাও, পানিকে রক্ষা কর, পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হও এরকম অনেক কথা, প্রচারণা, রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে, প্রচার হতো, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টারে লিখা থাকতো। কিন্তু কেউ এসবে কর্ণপাত করতো না। তারা ভাবতো চিরদিনই তো পানি এমনি করে

পাওয়া যাবে। কখনো পানির অভাব হবে না এবং পানির জন্য কোন মূল্য দিতে হবে না। বর্তমানে রাস্তা-ঘাটে পানির পাত্র ছিনতাই করার জন্য প্রায়ই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা হয়। পূর্বে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন লোককে দৈনিক কমপক্ষে ৮ গ্লাস পানি পান করার পরামর্শ দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে আমার পানের জন্য প্রতিদিন বরাদ্দমাত্র আধা গ্লাস পানি। কাপড় ধোয়ার কাজে পানি ব্যবহার করা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করার পর ফেলে দিতে হয় এমন ধরণের কাপড় পরিধান করি। পানি শূণ্যতাজনিত কারণে লোকজনের বাহ্যিক চেহারা কৃষকায়, কালো, কোচকানো এবং ভয়ঙ্কর হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ত্বকের ক্যানসার, ফুসফুসের সংক্রমণ মৃত্যুর প্রধান কারণ। অত্যধিক পরিমাণে ত্বকের শুষ্কতার কারণে ২০ বছরের যুবককে ৪০ বছরের প্রৌঢ়ের মত লাগে। নানা ধরণের শারীরিক ত্রুটি ও বিকলাঙ্গতা নিয়ে শিশু জন্ম গ্রহণ করছে।

প্রকৃতিতে যে বাতাস পাওয়া যায়, নিঃশ্বাস গ্রহণ করার মত গুণাগুণ তাতে নেই। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল মাত্র ৩৫ বছর। বর্তমানে পানিই হচ্ছে সবচেয়ে ঈপ্সিত সম্পদ যা সোনা ও হীরার চেয়ে মূল্যবান। যেখানে আমরা বাস করি সেখানে কোন গাছ-পালা নেই, কারণ বৃষ্টি কদাচিৎ হয়। যখন বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বৃষ্টিপাত হয় তখন তা হয় এসিড বৃষ্টি। আমার ছেলে যখন আমার ছেলেবেলার গল্প বলতে বলে তখন তাকে আমি সবুজ মাঠ, নানা রকম ফুলের সৌন্দর্য, বৃষ্টি, পুকুরে নদীতে মাছ ধরা ও মনের আনন্দে সাঁতার কাটা, প্রয়োজনমত প্রাণ ভরে সুমিষ্ট ও সুপেয় পানি পান করার কথা এবং সকল লোকজন কেমন স্বাস্থ্যবান ছিল সেসবের কথা বলি। এসব কথা শুনে আমার ছেলে আমায় প্রশ্ন করে, বাবা, আমাদের এখানে কেন এখন পানি নেই? তাঁর কথা শুনে আমি গলায় কাঁটা অনুভব করি। এ পরিস্থিতির জন্য নিজেকে নির্দোষ ভাবতে পারিনা, কারণ আমিও সেই প্রজন্মের একজন যারা নির্বিচারে প্রকৃতিকে বিনাশ করেছি, নানা সতর্কতামূলক চিহ্ন এবং পূর্বাভাস দেখেও সাবধান হয়নি। পানিকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করিনি। বর্তমানে আমাদের ছেলে-মেয়েরা এর চরম মূল্য দিচ্ছে। হে সৃষ্টিকর্তা, কিভাবে আমি আমার আগের জীবনে ফিরে যেতে পারবো এবং মানবজাতিকে বোঝাতে পারবো যে, "এখনই সময় পানিকে বাঁচানোর এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার"।

সুধী পাঠক, আমরা কেউও আসলে চাই না ২০৭০ সালে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। আমাদের সন্তানও আমাদের প্রশ্ন করুক, বাবা, এখন আমাদের এখানে পানি নেই কেন? আসুন সবাই পানি ব্যবহারে, পানিকে বাঁচাতে সচেতন হই। সময় থাকতেই সবাই সবাইকে সচেতন করি। বেসিনের টেপ ছেড়ে দিয়ে দাঁত ব্রাশ ও শেভ না করি, হাত-মুখ ধোয়ার জন্য পানির কল না ছেড়ে দিয়ে বালতিতে পানি ধরে মগ দিয়ে ব্যবহার করি। ব্যবহৃত পানি পুনরায় কিভাবে অন্যকাজে ব্যবহার করতে পারি তা ভেবে দেখি। আমাদের এখনই সময় পানি নিয়ে একটু ভেবে দেখার। কারণ পানি ছাড়া আমাদের জীবনের কথা কোনভাবেই কল্পনা করতে পারি না।

● **আসাদুজ্জামান**, *হেল্‌থ এন্ড হাইজিন ট্রেইনার- ওয়াটার ক্রেডিট প্রজেক্ট*

অনুকরণীয় অনুসরণীয়

খেলাপী ঋণ আদায়: গাইবান্ধা মডেল

বুরো বাংলাদেশ দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় এনজিও- এমএফআই যা ১৯৯০ সন হতে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। সংস্থা তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬৩৪টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। কর্মসূচি পরিচালনা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, সঠিকভাবে ঋণী নির্বাচন করতে না পারা কিংবা ঋণ তদারকীর অভাবে অনেক সময় ঋণ খেলাপী হয় । অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বুরো বাংলাদেশের দুই বছরের অধিক সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণকে দ্বিতীয় খাতায় নেওয়া হয়। দ্বিতীয় খাতার টাকা আদায়ে তেমন কোন জবাবদিহীতা না থাকায় কর্মীরা এই দ্বিতীয় খাতার টাকা আদায়ে অনুৎসাহিত হয়। কখনো কখনো দ্বিতীয় খাতার টাকা আদায় করে সদস্যের নামে জমা না করে খেলাপী সমন্বয় করা হয়। অনেক সময় কিছু অসৎ কর্মী এ টাকা আত্মসাতও করে থাকে।

বুরো বাংলাদেশের অনেক ঋণীই খেলাপী হয়ে গেছে। খেলাপী ঋণের ৩ ধরনের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। যেমন ঃ চলতি খেলাপী, মেয়াদ উত্তীর্ণ খেলাপী ও দ্বিতীয় খাতার খেলাপী। শাখার কর্মীগণ চলতি খেলাপি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে বিধায় মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ও দ্বিতীয় খাতায় স্থানান্তরিত খেলাপী ঋণের প্রতি কর্মীদের নজর খুবই কম থাকে। বিগত জুন'২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ৬৩ কোটি টাকা দ্বিতীয় খাতায় স্থানান্তরিত হলেও গত ০৩ বছরে আদায় হয়েছে মাত্র ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ।

দ্বিতীয় খাতার খেলাপী আদায়ের এই করুণ চিত্র সংস্থার নির্বাহী পরিচালককে ভাবিয়ে তোলে; তিনি উপলব্ধি করেন যে, ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে সদস্যদের ঋণ দেয়া হয়েছে। সদস্যদের এই ঋণ খেলাপী হলে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না। তখন ব্যাংক আর ঋণ দিতে চাইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে সদস্যদের ঋণ তহবিলে ঘাটতি দেখা দিবে। সে কারণে সংস্থার বৃহৎ স্বার্থে সকল খেলাপী ঋণের টাকা আদায় করতে হবে।

অপরদিকে এ টাকা আদায় করতে পারলে সংস্থার আয় বৃদ্ধি পাবে। সংস্থার আয় বৃদ্ধি পেলে কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। আমরা যারা সংস্থাকে ভালবাসি, সংস্থার আয় বাড়িয়ে সংস্থাকে আরো উপরে উঠাতে চাই, তাদের প্রত্যেকের উচিত সংস্থার এই দ্বিতীয় খাতার টাকা মাঠে ফেলে না রেখে যথা সম্ভব দ্রুত তা আদায়ে মন প্রাণ দিয়ে কাজ করা। এ টাকা আদায় না করলে অন্যান্য সদস্যরা ঋণ খেলাপীতে উৎসাহিত হবে।

সকলের মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় খাতার টাকা খেলাপী টাকা। শাখার চলমান খেলাপীর টাকা আদায়ের নিয়মিত পরিকল্পনার সাথে দ্বিতীয় খাতার টাকা আদায়েরও লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করে সমান গুরুত্ব দিয়ে তা আদায় করতে হবে। দেখা যায় শাখার কর্মীগণ দিনের প্রায় অর্ধেক সময় খেলাপী টাকা আদায়ের পিছনে ব্যয় করে থাকে। সময়ের সঠিক পরিকল্পনা থাকলে এই সময়ের মধ্যেই খেলাপী ঋণ আদায়, ঋণীর সাথে যোগাযোগ, নতুন সদস্য ভর্তি, ঋণ তদারকীসহ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারে।

নির্বাহী পরিচালক মহোদয় অবলোপনকৃত খেলাপী টাকা আদায়ের জন্য একটি সমন্বিত কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সহকর্মী ও সংস্থার উর্ধ্বতনদের সাথে মতবিনিময় এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে খোলামেলা প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করেন। এক পর্যায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, রংপুর অঞ্চলের গাইবান্ধা শাখায় খেলাপী আদায়ে একটি পরীক্ষামূলক সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে। এ ক্ষেত্রে গাইবান্ধা শাখা কর্তৃপক্ষকে সকল খেলাপী তথ্যাদি হালনাগাদ করার জন্য বলা হয় এবং হালনাগাদকৃত ডেটাবেজ এর ভিত্তিতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে সকল পরিচালকবৃন্দ ও সিনিয়র কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে দ্বিতীয় খাতার খেলাপী আদায় অভিযান চালানো হবে যেটি খেলাপী আদায়ের Demonstration Program হিসাবে অনুকরণীয় হবে। শাখার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য বিকল্প হিসাবে ৯ জন কর্মীকে অন্য শাখা হতে সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেকদিন সকল পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মীগণ গাইবান্ধা শাখায় বিভিন্ন কেন্দ্রের সংরক্ষিত ডেটাবেজ অনুসরণ করে খেলাপী সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলে এবং বাড়িতে না থাকলে প্রতিবেশী বা স্বজনদের কাছ থেকে তাদের বর্তমান অবস্থান জেনে, প্রয়োজনে ফোনের মাধ্যমে সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। প্রত্যেক দিনশেষে সকল টিম তাদের কাজের ফলাফল নিয়ে আলোচনা এবং পরবর্তী দিনের কর্ম কৌশল নির্ধারণ করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, গাইবান্ধার মত দারিদ্র পীড়িত অঞ্চলেও সদস্যরা খেলাপী টাকা পরিশোধে আগ্রহী এবং তাৎক্ষণিক তাদের এই লেনদেনে অভ্যস্ত করা সম্ভব; পুনঃচুক্তির মাধ্যমে টাকা পরিশোধ সহ খেলাপী টাকা আদায়ের জন্য একটি পরিবেশ তৈরী হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ তাদের আত্মীয় স্বজন সহ ঋণের জামিনদারও ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আগ্রহী হয়। এ ক্ষেত্রে বুরোর কর্মীরা সর্বোচ্চ সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে কর্মসূচিটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেছে। যার জন্য এই Model Program এর ফলাফল ছিলো অত্যন্ত চমৎকার।

এই কর্মসূচির ফলে আদায়কৃত টাকা যে অংকেরই হউক না কেন সংস্থার সকল স্তরের কর্মীদের মধ্যে একটি আলাদা অনুভূতি এবং প্রেরণার জন্ম দেয় যে, নিয়মিত যোগাযোগ করলে দ্বিতীয় খাতার টাকা অবশ্যই ফেরত আসবে, অন্তত পক্ষে সদস্যদের নিকট একটি বার্তা পৌছাবে যে বুরোর টাকা দীর্ঘদিন খেলাপী করে রাখা যাবে না। বুরোর কর্মীরা যে কোন সময় খেলাপী টাকা আদায়ে আসতে পারে। যার জন্য এই কর্মসূচির মনস্তাত্তিক প্রভাব সুদুর প্রসারী। এই প্রদর্শনমূলক কর্মকান্ডকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের পরিচালকসহ উর্ধ্বতনদের সমন্বয়ের মাধ্যমে সারাদেশে ৯টি টিমে ভাগ করে প্রত্যেক অঞ্চলে ১টি করে শাখায় এই কর্মসূচি চালানো হয়। সর্বশেষে ৯টি টীম সারাদেশে ২টি করে অঞ্চলে কর্মসূচি সংহতকরণ ও সম্প্রসারণ, খেলাপী আদায় সহ কর্মীদের নৈতিকতা ও উন্নয়ন বিষয় কাজ করছে এবং আগামীতে এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

● এস. এম. এ. রকিব, *কর্মকর্তা- রেমিটেন্স*

লাইজু আক্তার

মাত্র ১৬ বৎসর বয়সেই লাইজু আক্তার এর বিয়ে হয় মাছ ব্যবসায়ী মোঃ নজরুল ইসলামের সংগে। স্বামীর স্বল্প আয়ের সংসারে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটেনা। ছোট ভাইয়ের কবুতর পালন করা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাত্র কয়েক জোড়া কবুতর নিয়ে লাইজুর কবুতর পালনের যাত্রা শুরু হয়। কবুতরের বংশবিস্তার বিবেচনায় এনে লাইজু বুরো বাংলাদেশের নিকট থেকে ২০,০০০ টাকা ঋণ উঠিয়ে এবং একজন শুভাকাংখীর নিকট হতে টাকা সংগ্রহ করে ২০০৮ সালে মোট ১০০,০০০ টাকা দিয়ে বেশ কিছু দেশী/বিদেশী প্রজাতির কবুতর ক্রয় করে। এরপর লাইজুকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

লাইজুর স্বামীও মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কবুতর দেখাশুনার কাজ শুরু করে। ব্যবসার প্রয়োজনে গত বছর বুরো বাংলাদেশের নিকট থেকে লাইজু আরও ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। কবুতর পালনের ব্যাপারে লাইজু প্রাণীপালন কর্মকর্তার নিকট হতে নিয়মিত পরামর্শ গ্রহণ করে, এ বিষয়ে কয়েকটি বইও সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে লাইজুর দেশী কবুতর ছাড়াও বিদেশী দামী প্রজাতির ৮০ জোড়া কবুতর রয়েছে। বিদেশী জাতের একেক জোড়া কবুতরের দাম গড়ে ২০ হাজার টাকা। বর্তমানে লাইজুর খামারে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার কবুতর আছে। বিভিন্ন ধরণের উন্নতমানের কবুতর লাইজু মিরপুর ও নাটোরের আমদানীকারকদের নিকট হতে সংগ্রহ করে। তারা নিজেদের উৎপাদিত কবুতর বেশিরভাগ ইন্টারনেটে সেলবাজারের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। এছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন স্থানের পাইকারগণও নিয়মিত লাইজুর বাড়ি হতে কবুতর সংগ্রহ করে থাকে। লাইজুর ভাষ্যমতে বছরে সে প্রায় ৫,০০,০০০/= টাকার কবুতর বিক্রি করে, এতে তার ৩,০০,০০০/= টাকা নীট লাভ হয়।

খামারের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে লাইজু বেশ সচেতন এবং কবুতরের নিরাপত্তার জন্য বেশ শক্ত নেটের ব্যবস্থা রেখেছে। শীতের দিনে কবুতরের ঘর গরম রাখার সুব্যবস্থা রয়েছে। নিজের পরিবারের বিষয়েও লাইজু সচেতন, দুইটি ছেলেই স্কুলে যায়। বাড়িতে বসে পরিবারের অন্যান্য কাজের মধ্যেও লাইজু তার ব্যবসা স্বাচ্ছন্দ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। তার নিজের নামে ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে। লাইজুর ইচ্ছা তার ব্যবসার পরিধি সারা দেশে বিস্তার করা। সে উন্নত প্রজাতির উৎপাদনমুখী কবুতর সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়। মহল্লাবাসীগণ লাইজুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং অনেকে তার কাজকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।

● সংকলন: **প্রাণেশ বণিক,** *উপ পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি*

- হাসি মুখে কথা বলা। সবাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানো।
- কাউকে বিদায় দিয়ে জোরে দরজা বন্ধ না করা।
- যাওয়ার সময় মেহমানকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া।
- কারও সামনে পায়ের উপর পা তুলে না বসা।
- হাই তোলা, কাশি বা হাঁচি দেয়ার সময় রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করা, সম্ভব হলে মুখের সামনে হাত দেয়া।
- ছোটখাটো ভুল হলেও 'sorry' বলা।
- কথা বলার সময় কাউকে থামিয়ে না দেয়া।
- উর্ধ্বতনদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা। অধিনস্তদের প্রতি সদয় ও আন্তরিক হওয়া।

- কারো নাম ও পদবী সুন্দর ও শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা।
- সহকর্মীদের 'আপনি' সম্বোধন করা। সদ্যপরিচিত- তার বয়স যাই হোক না কেন, 'আপনি' সম্বোধন করা।
- পরিচিতজন এমনকি সদস্যদের সাথে কোথাও দেখা হলে কুশল বিনিময় করা।
- অন্যের সামনে গান শোনার সময় টেবিল বাজিয়ে বা অন্য কোন আওয়াজ না করা।
- রেডিও, টেলিভিশন এর আওয়াজ কমিয়ে রাখা, যাতে পাশের বাড়ির বা ঘরের কারো অসুবিধা না হয়।
- কোন অফিসে, বাথরুমে বা অন্য কোন দরজায় ঢুকে বা বেরিয়ে গিয়ে দরজা নিঃশব্দে ভিড়িয়ে দেয়া।
- কথা শুরুর আগে মাইকে ফু না দিয়ে আঙ্গুলের টোকায় নিশ্চিত হওয়া মাইক্রোফোন চালু আছে কিনা।
- লিফট বা গাড়ি থেকে আগে অন্যকে নামতে দিয়ে পরে উঠা।
- মুখের থুথু দিয়ে টাকা গণনা না করে মানি স্পন্জ ব্যবহার করা। *চলবে...*

● সংকলন: **প্রাণেশ বণিক,** *উপ পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি*

কর্মসূচির গুণগত মান বজায় রাখার প্রতি গুরুত্ব

বুরো টাংগাইল থেকে বুরো বাংলাদেশ, সুদীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছরে ০৫টি শাখা থেকে ৬৩৭টি শাখা। ২,০০০ সদস্য হতে প্রায় ১৩ লাখ সদস্য। ৫ লক্ষ টাকা থেকে ঋণ পোর্টফোলিও ১,৮০০ কোটি টাকা। ব্যপ্তির বিচারে ২৫ বছরে প্রায় ২২৮ গুণ। বুরো বাংলাদেশ টাংগাইলে ০৫টি শাখার মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু করলেও বর্তমানে দেশের ৬১টি জেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। গ্রামীণ মডেলের উপর ভিত্তি করে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল "আত্ম-নির্ভর বা টেকসই সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি"। দেশে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কাজ করছে এমন বেসরকারী সংস্থার মধ্যে বুরো বাংলাদেশ সদস্যদের জন্য প্রথম নমনীয় সঞ্চয় সেবার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনে যখন খুশী তখনই সঞ্চয়ের টাকা ফেরত দেয়ার পদক্ষেপ চালু করে। এক্ষেত্রে ঋণ থাক বা না থাক অর্থাৎ ঋণী সদস্যের ঋণ অবশিষ্ট তার সঞ্চয় উত্তোলনে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। সদস্যরা তাদের যে কোন প্রয়োজনে যখন ইচ্ছে তখনই তাদের জমাকৃত সঞ্চয় উঠিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। বুরো বাংলাদেশের এ ধরণের নমনীয় সঞ্চয় সেবার কারণে দিন দিন সদস্যদের সঞ্চয় জমার হার বাড়ছে।

এই সংস্থার ঋণ কর্মসূচির আরেকটি বড় ধরণের বৈশিষ্ট্য হল সহজ শর্তে ঋণ সেবা। গ্রুপ বা কেন্দ্রের সদস্য হলেই তাদের ঋণ নিতে হবে এমন নয়। গ্রুপ বা কেন্দ্রভুক্ত সদস্য প্রতি সপ্তাহে কেন্দ্র সভায় এসে কেন্দ্রের নিয়ম, ঋণ পাওয়া ও ব্যবহারের নিয়ম, সঞ্চয় জমার উপকারীতা ও সঞ্চয় ফেরতের নিয়মসহ বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক বিষয়ে যেমন সন্তানের লেখাপড়া, বাল্য বিবাহের কুফল, বহু বিবাহ, যৌতুক, মোহরানা, বৃক্ষ রোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইডস ঝুঁকির প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনাসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস এবং তা পালনের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ছাড়াও শাখা ব্যবস্থাপক, এলাকা ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকও আলোচনায় সহায়তা করে থাকেন।

সদস্যগণ কেন্দ্রে এসে বিভিন্ন ধরণের আলোচনায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি নিয়মিত সঞ্চয় জমা করেন এবং প্রয়োজন হলে গ্রুপ ও কেন্দ্র প্রধানের সুপারিশ নিয়ে ঋণ আবেদন করেন। বুরো বাংলাদেশের প্রধান কর্মসূচিগুলি হল: ● ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কর্মসূচি ● কৃষি অর্থায়ন কর্মসূচি ● ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি ● হত/দরিদ্র উন্নয়ন কর্মসূচি ● মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি ● দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ● রেমিটেন্স সেবা ।

এছাড়াও সম্প্রতি দাতা সংস্থা Water.org এর সহায়তায় গ্রহণ করা হয়েছে পানি ঋণ কর্মসূচি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় আনারস ও কলাগাছ থেকে সূতা ও কাপড় তৈরী কর্মসূচি। প্রতিষ্ঠানটি ঋণ কর্মসূচির সংখ্যাগত দিকের চেয়ে গুণগত মান ধরে রাখার প্রতি বেশি নজর দিয়ে থাকে। এজন্য সংস্থার রয়েছে কর্মী উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি। প্রতি বছর এ কর্মী উন্নয়নের পিছনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মি উন্নয়নের লক্ষ্যে টাংগাইল, খুলনা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ০৪টি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, বাকি ১৪টি অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে আরো ১৪টি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সদস্যদের আর্থ-সামাজিক

উন্নয়নে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। আর এ প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী কর্মসূচির মান উন্নয়নে বড় ধরণের ভূমিকা রেখে চলেছে।

পাশবইয়ে বিভিন্ন ধরণের অনিয়মের মাধ্যমে সদস্যরা যাতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে বিষয়ে সচেতন করার জন্য পাশবইয়ের পিছনে পাশবইয়ের গুরুত্ব ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করার জন্য নিয়মাবলী মুদ্রণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রের কেন্দ্র প্রধানদের নিকট সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক পাশবই সযত্নে নিজের কাছে রাখা, কর্মীদের সাথে ব্যক্তিগত লেন-দেন না করা, অগ্রীম কিস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপককে অবহিতকরণের বিষয়ে পত্র দেয়া হয়েছে, যা কেন্দ্রের রেজুলেশন বইতে সযত্নে রাখা হয়েছে। কেন্দ্র পরিচালনার শুরুতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক এ পত্রটি নিয়মিত পাঠ করেন। কেন্দ্রের লেন-দেন স্বচ্ছ ও সঠিকভাবে করার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রের সদস্যদের মধ্য থেকে লেখাপড়া জানা ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল রয়েছে। প্যানেলের সদস্যরা প্রতিদিন কেন্দ্রের টাকা আদায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে টাকা গুণে নেয়া ও নোট ফিগার করায় সহায়তার পাশাপাশি কর্মী কর্তৃক শীট ও পাশবইয়ের পোষ্টিং ঠিক আছে কিনা তা বুঝে নিতে সদস্যকে সহায়তা করে থাকে।

প্রতিটি শাখার হিসাব রক্ষকদের তাদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শাখা ব্যবস্থাপকসহ উর্ধ্বতন কোন কর্মী নিয়ম বর্হিভূত কোন লেন-দেন যাতে না করতে পারে সেজন্য তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রতিটি কর্মী ও হিসাবরক্ষকের নিকট নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (অপারেশন) সহ প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের মোবাইল নম্বর দেয়া হয়েছে যাতে মাঠে যে কোন ধরণের আর্থিক অনিয়মে তারা সরাসরি সংশ্লিষ্টদের তা অবহিত করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে সংস্থাটি খেলাপী রোধে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় খাতার টাকা আদায়ের উপর জোর দেয়ার ফলে চলতি খেলাপী হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয় খাতার শাখাগুলোতে টাকা আদায়ে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

কর্মসূচির মান উন্নয়নে নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে সকল পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে ৯টি টিম গঠন করা হয়েছে। এ টিমে প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগের কর্মীসহ মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মিদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিদিন শাখার সদস্য বৃদ্ধি, পোর্টফোলিও, সঞ্চয় জমা, খেলাপী ও দ্বিতীয় খাতার টাকা আদায়ের খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। এর ফলে মাঠ পর্যায়ের সাথে প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মী ঐক্যমতের ভিত্তিতে কর্মসূচির গুণগত মান ধরে রাখার বিষয়ে একত্রে কাজ করছে। নতুন ধরণের এ কৌশল মাঠ ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে আন্তরিকতা ও সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তার মনোভাব সৃষ্টি করেছে।

● **মো: মুকিতুল ইসলাম,** *পরিচালক- অপারেশন*

দেশ ব্যাপী ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবধারীদের ব্যবসা পরিকল্পনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে মাষ্টারকার্ড ওর্য়াল্ডওয়াইড, এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংক এবং বুরো বাংলাদেশ সমন্বিত ভাবে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সম্প্রতি ব্যাংক এশিয়ার সাথে বুরো বাংলাদেশের এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত চুক্তি সই হয়। চুক্তি অনুযায়ী অচিরেই বুরো বাংলাদেশের ২ টি শাখায় এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হবে। শাখা ২ টি হচ্ছে ছিলিমপুর ও বাশাইল।

শাখা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিষয়ক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ-এর একঝাঁক অংশগ্রহণকারী।

খাদ্যে রাসায়নিকের হাত থেকে বাঁচার উপায়

খাদ্যে আজকাল বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ যেমন- ফরমালিন, কার্বাইট, হাইড্রোজ, হরমন, কৃত্রিম রং, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মানবদেহের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। নিম্নে এসকল বিষয়ে আলোচনা করা হল:

রাসায়নিক	পরিচিতি	ক্ষতিকর প্রভাব	করণীয়
ফর্মালিন	ফর্মালিন একটি রাসায়নিক পদার্থ। ফরমালিনের মূল উপাদান ফর্মালডিহাইড। এটি সাদা পাউডার জাতীয়। এই পাউডার পানিতে মিশিয়ে ফরমালিন প্রস্তুত করা হয়। ফর্মালিন সাধারণত টেক্সটাইল, প্লাষ্টিক, পেপার, রং, কনস্ট্রাকশন ও মৃতদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সাময়িক লাভের আশায় মাছ যাতে নষ্ট না হয় এ জন্য মাছে, ফল ও শাক সজি যাতে পঁচে না যায় এ জন্য ফল ও শাক সজিতে এবং দুধ যাতে নষ্ট না হয় এ জন্য দুধে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ফর্মালিন ব্যবহার করছে। 	তাৎক্ষণিকভাবে ফরমালিন ব্যবহারের ফলে পেটের পীড়া, হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বদহজম, ডায়রিয়া, আলসার, চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদে হার্ট, লিভার ও কিডনি অকেজো হয়ে যায়। পাকস্থলী, ফুসফুস ও শ্বাসনালিতে ক্যান্সার হতে পারে। ফরমালিনযুক্ত দুধ, মাছ, ফলমূল এবং বিষাক্ত খাবার খেয়ে দিন দিন শিশুদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে। 	লবণাক্ত পানিতে ফর্মালিন দেয়া মাছ ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ফরমালিনের মাত্রা কমে যায়। পানিতে ১০ ভাগ ভিনেগার মিশিয়ে ১৫ মিনিট মাছ ভিজিয়ে রাখলে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ফর্মালিন দূর হয়। খাওয়ার আগে ১০ মিনিট গরম লবণ পানিতে ফল ও সবজি ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রথমে চাল ধোয়া পানিতে ও পরে সাধারণ পানিতে ফর্মালিন যুক্ত মাছ ধুলে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ফরমালিন দূর হয়।
হরমোন	এক ধরণের জৈব উত্তেজক ও রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন নামে এসব হরমোন বাজারে পাওয়া যায় যেমন- সুপারক্সি, ইথোফেন, ক্রসকেয়ার, প্রাণোফিক্স আগলা গোল্ড ইত্যাদি। অপরিপক্ক ফলকে স্বাভাবিক সময়ের আগে পরিপক্ক করা এবং ৩/৪ গুণ বড়, মোটা সোটা ও টসটসে করার কাজে বিভিন্ন ধরণের ফলে হরমোন ব্যবহার করা হচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লাভের আশায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফল বাজারজাত করা এবং ভোক্তাকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এই হরমোন ফলে প্রয়োগ করে থাকে।	মাত্রতিরিক্ত হরমোন ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাস্থ্যসহ নানা ধরণের উপকারী কীট পতঙ্গ বিলুপ্ত হচ্ছে এবং মানবদেহের শ্বাসনালী, লিভার ও কিডনীসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও শিশুদের। এছাড়া মরণব্যাধি ক্যান্সারও হতে পারে। এককথায় মানবদেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। 	অবাধে এসকল রাসায়নিক পদার্থ বিক্রি বন্ধ করা। ফল ও খাদ্য শস্যে এসব হরমোন ব্যবহার না করা। প্রাকৃতিকভাবেই ফলকে বেড়ে উঠতে দেয়া দরকার। মৌসুমের আগেই, টসটসে ও অস্বাভাবিক বড় আকারের ফল কেনা ও খাওয়া থেকে বিরত থাকা।

রাসায়নিক	পরিচিতি	ক্ষতিকর প্রভাব	করণীয়
হাইড্রোজ	এটি এক ধরণের পরিস্কারক। সাধারণত গার্মেন্টসে কাপড়ের রং তুলে নতুন রং করার জন্য এবং কাপড় পরিস্কার করার কাজে ব্যবহার করা হয়। আখ/খেজুরের গুড়ে ব্যবহার হচ্ছে যা মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। উদ্দেশ্য হলো- গুড়কে পরিস্কার করা যাতে বাজারে দাম বেশি পাওয়া যায়।	হাইড্রোজ মিশ্রিত খাবার (গুড়) খেলে হাইড্রোজ মানুষের দেহের পাকস্থলীতে থেকে যায় যা সেখানে ক্ষত সৃষ্টি করে। এবং পরবর্তীতে তা লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। 	এটি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হলো খাবারে (গুড়ে) হাইড্রোজ ব্যবহার না করা। তবে এর বিকল্প হিসেবে গুড়কে যদি পরিস্কার করতে হয় তাহলে আখ/খেজুরের রস ছাকনির মাধ্যমে ময়লাগুলো আলাদা করে গুড় তৈরী করা অথবা রসে বন ঢ্যারস, উলটকম্বলের ভেষজ নির্যাস ব্যবহার করলেও গুড়কে পরিস্কার করা যায় যা মানব দেহে কোন ক্ষতি করেনা।
কীটনাশক	এক ধরণের বিষ। ফসলে পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে ফসল সহ অন্যান্য ফলে নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে অতিমাত্রায় ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন ফল পাকানো ও এর রং আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে, যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর ও হুমকি স্বরূপ।	কীটনাশক অতিমাত্রায় ফসল ও ফলের বাগানে ব্যবহারের ফলে এবং তা মানুষের খাবারের সাথে শরীরে মিশে গিয়ে মানব দেহে নানা রকম রোগের সৃষ্টি করছে। 	প্রাকৃতিক উপায়ে ফসলের কীট-পতঙ্গ ও গাছের রোগ দমন করা, কীটনাশক ব্যবহার করলেও তা পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা। ফল বা অন্যান্য সবজি বাজার থেকে কিনে এনে তা কমপক্ষে ২ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে এবং ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে তারপর খাওয়া।
কৃত্রিম রং	রং বিভিন্ন ধরণের হয়, পাউডার, তরল ইত্যাদি। পণ্যকে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন এবং ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন কাজে রং ব্যবহার হয় যেমন- কাপড়ে রং করতে। কিন্তু বর্তমানে এই ক্ষতিকারক রং বিভিন্ন ফলে ও খাবারে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া টাটকা দেখাতে মাছেও রং ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন গুড়া মসলার রং গাঢ় করার জন্য রং ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্যকে রঙ্গীন ও আকর্ষণীয় করার জন্য মূলত বিভিন্ন ধরণের রং ব্যবহার করা হয়। যাতে করে বেশি বিক্রি হয় ও অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। এ সকল কৃত্রিম রং মানবদেহের জন্য সাংঘাতিক হুমকি স্বরূপ।	খাদ্যদ্রব্যে রং মিশ্রণের ফলে তা মানব দেহে চলে যায়। রং মিশ্রিত খাবার খেলে খাবার হজম হলেও রং কিন্তু হজম হয়না। তা পাকস্থলীতে থেকে যায়। যা পরবর্তীতে পেটের পীড়া, বদহজম, ডায়রিয়া, পাতলা পায়খানা ও পাকস্থলীতে ক্ষতসহ লিভারের ক্ষতি করতে পারে। 	ভালোভাবে পরখ করে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা ও খাওয়া, প্রয়োজনে ফল বা এ জাতীয় খাবার পানিতে দীর্ঘসময় ভিজিয়ে রেখে তারপর খাওয়া বা রান্না করা, প্রয়োজনে পানিতে লেবুর রস মিশ্রিত করে তাতে ভিজিয়ে রাখা।

কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীরা সাময়িক ভাবে লাভবান হওয়ার আশায় এসকল ক্ষতিকর উপাদান খাদ্যে ব্যবহার করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে তারা নিজেরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ সকল ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করে দেশের হাজার হাজার মানুষ ক্যানসারসহ নানা ধরণের জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। দিন দিন তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তাদের আয় কমে যাচ্ছে। এর উপর এ সকল রোগের চিকিৎসা বাবদ প্রচুর টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

আসুন এ ব্যাপারে সবাই মিলে সচেতন হই, মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এসকল উপাদান ব্যবহার বন্ধ করি এবং প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ করে সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন গড়ি।

উৎস: বিডি নিউজ

- সংগ্রহ: **মো. নজরুল ইসলাম**, *সহকারী সমন্বয়কারী- প্রশিক্ষণ*

ক্রিকেটীয় VOWEL

ব্যাকরণ বিষয়টি বরাবরই আমার কাছে বিস্বাদ ও বিরক্তিকর মনে হয়, হোক তা বাংলা বা ইংরেজী। এ কারণেই ব্যাকরণকে বরাবরই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। যার ফলশ্রুতিতে আমি ব্যাকরণে মোটামুটি কাঁচা। আমার এই অনীহার মূল কারণ হচ্ছে ব্যাকরণের অদ্ভুত সব নিয়ম-কানুন ,যা আমার কাছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গালের মতোই দুর্বোধ্য মনে হয়। এই যেমন ধরুন, ইংরেজিতে Vowel ও Article সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন। ইংরেজী বর্ণমালার ২৬ বর্ণের মধ্যে A, E, I, O, U-এই ৫টি বর্ণ হলো Vowel, বাকি ২১টি Consonant। ইংরেজী ব্যাকরণ-এর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমে এই ৫টি বর্ণের যে কোনোটি দ্বারা গঠিত শব্দের ক্ষেত্রে 'An' ব্যবহার করতে হয়, আর অন্যান্য ২১টি বর্ণের ক্ষেত্রে 'A' ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'An Apple-অ্যান অ্যাপল', An Orange-অ্যান অরেঞ্জ', কিন্তু, `A Mango-এ ম্যাংগো', `A Book-এ বুক'। এই A ও An ব্যবহারের ব্যাপারটি আমার কাছে 'তুই' আর 'আপনি' ব্যবহারের মতো মনে হয়। 'তুই' শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে 'আপনি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সম্মানার্থে। যেমন নে-নেন, দে-দেন, যা-যান, চল-চলেন বলার মতো। আমার কিছুতেই মাথায় আসে না যে কেনো এই শ্রেণী বিভাজন, কেনো এই বৈষম্য। এই পাঁচটি বর্ণ কি জাতে ব্রাহ্মণ, নাকি এলিট শ্রেণীর, যে ওনাদের ক্ষেত্রে A ব্যবহার করলে চলবে না-তাতে ওনাদের অসম্মান করা হবে, বরং ওনাদের সম্মানার্থে আলাদা করে 'An' বসাতে হবে?

জাতি হিসেবে আমরা ক্রিকেটের খুব-ই ভক্ত। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে গ্রামের চৌকিদার পর্যন্ত ক্রিকেট অন্তঃপ্রাণ। পাড়ার অলিগলিতে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র ক্রিকেটের পদচারণা। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় দেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর নাম অজানা থাকলেও, সাকিব-মুশফিক-মাশরাফিদের নাম ঠিক-ই পৌঁছে গেছে।

ক্রিকেটে ১০টি টেস্ট খেলুড়ে দেশ আছে। যথাঃ ১. অস্ট্রেলিয়া (Australia), ২. ভারত (India), ৩. ইংল্যান্ড (England), ৪. বাংলাদেশ (Bangladesh), ৫. পাকিস্তান (Pakistan), ৬. নিউজিল্যান্ড (New Zeeland), ৭. দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa), ৮. ওয়েস্ট ইন্ডিজ (West Indies), ৯. শ্রীলঙ্কা (Sri Lanka), ও ১০. জিম্বাবুয়ে (Zimbabwe)।

কিন্তু, আমরা সকলেই কমবেশি অবগত যে, ক্রিকেটের যে কোনো ব্যাপারে ১ম তিনটি দেশের হম্বিতম্বিই বেশি। ICC ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলেও এদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেনা, শ্রেফ ঠুটো জগন্নাথ। ঠিক, জাতিসংঘের ক্ষেত্রে আমেরিকা যেমন। খেয়াল করুন, ওই হম্বিতম্বি করা দেশ ৩টির নামই কেবল Vowel দ্বারা গঠিত, বাকি ৭টি Consonant দ্বারা। অতএব, ওনারা হলেন Vowel শ্রেণীর, আর বাকিরা হলো Consonant শ্রেণীর। তাই, ওনাদের সম্মান যে একটু বেশি হবে সেটাতো ব্যাকরণের-ই নিয়ম!

আর এ কারণেই আমাদের কোয়ার্টার ফাইনালের পর সেমিফাইনালে যেতে মানা। তা আমাদের সোনার ছেলেরা যতই ভাল খেলুক না কেনো। কারণ, আমরা পরের ধাপে গেলে যে এক Vowel দাদা যেতে পারবে না, সেটা তো অতীতের বিশ্বকাপ ইতিহাস-ই সাক্ষী দেয়। তাই আমাদের কোয়ার্টার ফাইনালেই থামতে হলো, স্বপ্নভাঙার বেদনা নিয়ে।

নাহ্, আমরা থামিনি। বরং, আমাদের থামিয়ে দেয়া হয়েছে, অপকৌশলে। সারা পৃথিবী সাক্ষী ছিল, সেদিন কি অবিচার-ই না করা হয়েছে আমাদের উপর। আমরা ছক্কা মারলে হই 'ক্যাচ আউট', আর ওদের ক্যাচ ধরলে সেটা হয় 'নো বল'। কারণ, আমরা তো আর Vowel শ্রেণীর নই!

এই অন্যায়, অত্যাচার, থামিয়ে রাখার প্রবণতা তো সেই ১৭৫৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু, আমাদের দমিয়ে রাখা যায়নি। অনেক কষ্টে অর্জিত আমাদের টেষ্ট স্ট্যাটাস বারবার নানা ছুঁতোয় কেড়ে নিতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। কারণ, বাঙালি বীরের জাতি। আমরা, দা-বটি দিয়ে ষ্টেনগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি, তাও আবার মাত্র নয় মাসে। আমাদের ছোট ছোট শীর্ণকায় দেহের রোগাপটকা ছেলেরা বিশ্বের বাঘাবাঘা দানবাকৃতির বোলারদের সামনে বুক চিতিয়ে ব্যাট চালিয়ে যায়, চার-ছক্কা মারে, সেঞ্চুরী করে, ভাবা যায়! আমাদের বোলাররা বিশ্বের নামীদামী ব্যাটসম্যানদের কাবু করে ষ্ট্যাম্প উড়িয়ে দেয়। আমাদের এই ছেলেরাই সবাইকে পেছনে ফেলে ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকে সকল ধরণের ক্রিকেট ফরমেটে। তবুও আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

তবে আশার কথা হলো, এই Vowel নীতির ব্যতিক্রমও কিন্তু আছে। যেমন, U যখন U(ইউ)-এর মতই উচ্চারিত হয় তখন An পরিবর্তে A ব্যবহৃত হয়, যেমন 'A University- এ ইউনিভার্সিটি। আবার, Consonant-এর উচ্চারণ যখন ভাওয়ালের মতো হয়, তখন Consonant-দ্বারা গঠিত শব্দের আগেও 'An' বসে, যেমন, `An honest man-অ্যান অনেষ্ট ম্যান'। ঠিক তেমনি, যেদিন আমরা ক্রিকেটের এই মোড়লদের ওদের মতো করেই জবাব দিতে পারবো, নামে Consonant শ্রেণীর হয়েও আমাদের উচ্চারণ Vowel-এর মতো হবে, অর্থাৎ ওদের যেদিন আমরা খেলায় অবলীলায় হারাতে পারবো, ওদের বিরুদ্ধে জয় যেদিন আকস্মিক নয় বরং নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাড়াবে, সেদিন আর ওদের দাদাগিরি থাকবে না, সেদিন আর এই Vowel/Consonant ভেদাভেদ থাকবেনা। সেদিন আমাদের হারাতে হলে খেলেই হারাতে হবে, নিকৃষ্ট আম্পায়ারিং-এর উদাহরণ সৃষ্টি করে নয়।

তাই আমরা চোখের নোনা জল আর বুকে প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে মুখিয়ে আছি, সুযোগ পেলেই 'ধরায়ে দেবানি'। চূর্ণ করে দিব যতসব অন্যায় Vowel নীতি। ওদের বুঝিয়ে দিবো যে 'পরাজয়ে ডরে না বীর'।

● **রাশেদ খান,** *নিরীক্ষক, প্রধান কার্যালয়*

কবিতা

আলোকিত মানুষ

ধরণী রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই পথযাত্রী
পথ পরিক্রমায় পরিশ্রান্ত মন,
কি পেলাম, কি দিলাম এই ধরণীকে
প্রশ্নবিদ্ধ জাগ্রত মন তাড়া করে বেড়ায় সর্বক্ষণ।
প্রিয়জন হারানোর বেদনায়
ক্লান্ত মন বারবার বিদ্রোহ করে ওঠে-
"হে বিধাতা তোমার তৈরী
নাটকে অভিনয় করতে করতে আমি ভারাক্রান্ত।"

ভারাক্রান্ত মন, জাগ্রত শিরা উপশিরা
আমাকে ডেকে বলে-"জাগো, জাগো"
জাগিয়ে তোলো নারী সমাজকে
ভেঙ্গে ফেলো তালা, খুলে দাও দ্বার
আলোকিত করো এই মনকে।

আলোকিত মানুষ, আলোকিত মন
তারায় তারায় ভরে উঠুক এই ধরণীর বুক।
জরা, জীর্ণ ঝেড়ে ফেলে, এগিয়ে যাও সম্মুখে
শত বাঁধা বিঘ্ন পেরিয়ে, থাকবে না তুমি পিছিয়ে
এগিয়ে যাও, আমরা আছি, আমরা থাকবো চিরকাল।

● **নার্গিস মোর্শেদ**, *উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক- মনিটরিং ও রিপোর্টিং*

বুরো বাংলাদেশ

মানব সেবার দীপ্ত মিছিল,
উন্নয়নের স্রোতে হয়েছে সামিল।
এগিয়ে চলেছে এই প্রত্যয় নিয়ে,
বুরো বাংলাদেশ, বুরো বাংলাদেশ।
আমাদের লক্ষ্য নিপীড়িত আর,
বঞ্চিত মানুষের মুক্তি।
দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশে,
ওরাইতো আমাদের শক্তি।

জীবন মানে এগিয়ে চলা,
জীবন মানে সুখ ও আবেশ।
বুরো বাংলাদেশ, বুরো বাংলাদেশ।

● **মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান**, *উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক- মানবসম্পদ বিভাগ*

ব্যাথা

রক্তাক্ষরে লেখা
কালির অভাব
বড় দেরি করা
প্রশ্নের জবাব।

নরম প্রাণ কষ্ট পায়
অজানা কথায়
জীবন দ্বীপ নিভে যায়
বিরহ ব্যথায় ।

● **শেফালী খাতুন**, *ব্যবস্থাপক- অর্থ ও হিসাব*

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

এপ্রিল-জুন ২০১৫ ● সংখ্যা-১ ● বর্ষ-১

বুরো আপডেট

বুরো বাংলাদেশের প্রধান কর্মসূচিসমূহ
Programs of BURO Bangladesh

1. Micro Finance Program
2. Agricultural Financing Program
3. SME Financing Program
4. Hardcore Poor Development Program
5. Human Resource Development Program
6. Disaster Management Program
7. Remittance Services

বুরো বাংলাদেশের প্রধান প্রকল্পসমূহ
Projects of BURO Bangladesh

1. Rural Piped Water Supply Project
3. Water Credit Project
4. INSPIRED Project
5. Financial Literacy Project
6. Digital Financial Services Project
7. Menstrual Hygiene Education Training Project

এক নজরে বর্তমান অবস্থা
(এপ্রিল-২০১৫ পর্যন্ত)

কর্মরত গ্রামের সংখ্যা	২৯,৯৯৭ টি
কর্মরত উপজেলা	৪০৩ টি
জেলা	৬১ টি
শাখা	৬৩৭ টি
এলাকা	৭৯ টি
অঞ্চল	১৮ টি
কেন্দ্র সংখ্যা	৫৪,৩৯৭ টি
সক্রিয় সদস্য সংখ্যা	১৩,৯১,১৬৭ জন
সক্রিয় ঋণী সংখ্যা	৭,৬৭,৩৮২ জন
মোট সঞ্চয় পোর্টফোলিও	৫০৪ কোটি টাকা
মোট ঋণ পোর্টফোলিও (সার্ভিস চার্জসহ)	১,৭৩৫ কোটি টাকা
কর্মী প্রতি সক্রিয় সদস্য সংখ্যা	৩৯১ জন
কর্মী প্রতি সঞ্চয় পোর্টফোলিও	১৪ লক্ষ টাকা
কর্মী প্রতি ঋণ পোর্টফোলিও (সার্ভিস চার্জসহ)	৪৫ লক্ষ টাকা
কর্মরত সর্বমোট কর্মী সংখ্যা	৫,৭৮৪ জন

● সংকলন: **প্রাণেশ বণিক, এস. এম.এ রকিব**

চলমান কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার

প্রকল্প	উন্নয়ন সহযোগী	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সমূহ	আওতাধীন অঞ্চল
এ্যানহ্যান্স ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটি অন ওয়াটার ক্রেডিট প্রোগাম	Water.org -যুক্তরাষ্ট্র	নিরাপদ পানি ও পয়নিষ্কাশন এবং পরিবেশ বান্ধব ল্যাট্রিন ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঋণ সহায়তা প্রদান।	গাজীপুর, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজশাহী, টাংগাইল, মধুপুর, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া।
ইন্সপায়ারড প্রকল্প	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	প্রাকৃতিক উৎস থেকে সুতা তৈরীর মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন	টাংগাইল, মধুপুর, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া।
বিজনেস এন্ড ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি এ্যাওয়ারনেস ফর ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুসন	মাস্টারকার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড-যুক্তরাষ্ট্র	১০,০০০ জন সদস্যকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান	টাংগাইল, মধুপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া এবং কুমিল্লা।
ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস	রকফেলার ফিলানথ্রপি এ্যাডভাইজারস-যুক্তরাষ্ট	পরীক্ষামূলকভবে ৩টি শাখায় ঋণ, সঞ্চয় সহ যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেন মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।	গাজীপুর, টাংগাইল, ঢাকা।
মেন্সট্রুয়াল হাইজিন এডুকেশন ট্রেনিং	Water.org	কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি পরিবর্তনসহ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।	কুড়িগ্রাম (রংপুর অঞ্চল)
রুরাল পাইপড্ওয়াটার সাপ্লাই	বিশ্বব্যাংক/ এসডিএফ/ বুরো বাংলাদেশ	গ্রাম এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ	মুন্সিগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল)

● সংকলন: **প্রাণেশ বণিক, এস. এম.এ রকিব**

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org